কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 MAY 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে থাকা এসব ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি 'দীপশিখা' ঘুরে বেড়ায় প্রত্যন্ত গ্রামের পথে পথে।

ছবি : কালের কণ্ঠ

আলো ছড়াচ্ছে 'দীপশিখা'

ফরিদুল করিম, নওগাঁ ▷

এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ...। এ পর্যন্ত গুনে শিশু মিস্টু তার ডান হাত মাথার ওপর রেখে সহপাঠীকে বলল, 'হায় রে দ্যাখোছি আনেকগুলো তো রে। এগলা কি হ্যামাকের জন্য। ওরে সাঁই মেলা বই তো দ্যাখোছি কাচের ভিতর।' শিশুটি এরপর দৌড়ে চলে গেল ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি 'দীপশিখা'র কাছে।

জ্ঞানের আলো ছড়াতে দীপশিখা এখন দোরগোড়ায়। প্রতিদিন প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সব জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে এ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। রিকশাভ্যানের ওপর ঘরের মতো তৈরি করা সুদৃশ্য এ লাইব্রেরি পরিচালনা করছে ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশরা। এখান থেকে বাড়তি কিছু রোজগারও হচ্ছে তাদের। এ ব্যবস্থা করা হয়েছে নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার ১০টি ইউনিয়নেই।

শিক্ষার্থী রাজু ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি থেকে একটি খাতা কিনেছে। এ নিয়ে তার অভিব্যক্তি, 'খাতাটি এখান থেকে কিনতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে। কাছে টাকা থাকলে আরো একটা কিছু কিনতাম।' সাফিনাও একটি স্কেল কিনেছে। এই ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি থেকে কিছু একটা কিনতে পেরে সেও বেজায় খুশি।

নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলায় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সৃজনশীল সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার বই পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে এমন উদ্যোগ। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ কে এম তাজকির-উজ-জামানের উদ্যোগে ইউনিয়ন পর্যায়ে দেশে প্রথম ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি 'দীপশিখা'।

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ১

আলো ছড়াচ্ছে 'দীপশিখা'

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের জন্য একটি করে ভ্যানে এ লাইব্রেরি প্রতিদিন পাঠকদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিগুলোতে থাকছে বই, পেনসিল, কলম, খাতা, কাগজসহ শিক্ষার নানা উপকরণ।

স্থানীয় সাংবাদিক শাখাওয়াত হোসেন জানান, ইউএনও তাজকির-উজ-জামান মহাদেবপুর উপজেলার সার্বিক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ইতিমধ্যে অ্যাপসের ব্যবস্থা করেছেন। জয়িতাদের জন্য তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন। প্রসূতিদের জন্য চালু করেছেন ইজিবাইকে অ্যাম্বুল্যান্স। এরপর তিনি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সৃজনশীল সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার বই পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে দেশে প্রথম ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি 'দীপশিখা' চালু করেছেন। এ ব্যবস্থা এলাকায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদের কেন্দ্রীয় পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক লিয়াকত আলী জানান, পরিষদের পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করা হয় নব্বইয়ের দশকে। দীর্ঘদিনের অবহেলা-অনাদরে এটি এত দিন প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। তাজকির-উজ-জামান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব নিয়ে এখানে আসার পর গ্রন্থাগারটিকে নতুন করে সাজিয়েছেন। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর সর্বশেষ উদ্যোগ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে।

এ প্রসঙ্গে মহাদেপুর-বদলগাছী আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ ছলিম উদ্দিন তরফদার সেলিম বলেন, অল্প খরচে গ্রাম পর্যায়ে কিভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সেই চিন্তাভাবনা থেকেই এমন উদ্যোগ। আশা করছি বর্তমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার এ প্রচেষ্টা এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।

তাজকির-উজ-জামান বললেন, গ্রাম পর্যায়ে অনেক শিক্ষার্থী তাদের চাহিদামতো বই পায় না। আর যেসব বই পায়, তা দিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটে না। এর ফলে তাদের পড়ার অভ্যাসটা গড়ে ওঠে না। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিটি দেশীয় ফরম্যাটে তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২২ হাজার টাকার পুঁজি লাইব্রেরি পরিচালনাকারী গ্রাম পুলিশদের দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে তারা উপকরণ বিক্রি করে পুনরায় কিনতে পারবে এবং কিছু আয়ও হবে তাদের।

উপজেলার রাইগাঁ ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশ রণজিৎ বললেন, 'ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালিয়ে যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই মানুষ ঘিরে ধরছে। গৃহবধূ থেকে শিশু, বৃদ্ধ সবার মধ্যেই কৌতূহল এ লাইব্রেরি নিয়ে। অনেকে টুকিটাকি জিনিস কিনে নেয়। একজন গ্রাম পুলিশ হিসেবে এমনিতেই এলাকার সবাই আমাকে চেনে। এ লাইব্রেরি যেন তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।